জাতীয় শিক্ষা সার্ভিস কমিশন এবং তারপর

নির্মল সেন

সংবাদপত্রের খবরে বলা হয়েছে এবার জাতীয় শিক্ষা সার্ভিস কমিশন বাতিল হবে। এ কমিশনের কাজ হবে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে বেসরকারী স্কুল ও মাদ্রাসায় মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ। এ কমিশনটি সরকারী কর্মকমিশনের মতই হবে। বিএনপি সরকার নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী শিক্ষকদের শতকরা একশ' ভাগ বেতন-ভাতা দিবে। এবং এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সাথে জাতীয় শিক্ষা সার্ভিস কমিশনও চালু হবে।

এ প্রস্তাব মহৎ নিঃসন্দেহে। আমার মনে হয় এ প্রস্তাব বাস্তবায়নের আগে অনেক বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। খবরে বলা হয়েছে, সরকার বেসরকারী শিক্ষকদের শতকরা একশ' ভাগ বেতন-ভাতা দিবে। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের ঘোষণা কেউ কোনদিন দেননি। ঘোষণা হচ্ছে বেতনের সরকারী অংশের শতকরা ১০০ ভাগ দেয়া হবে। অর্থাৎ একই চাকরি করে সরকারী বিদ্যায়তনের শিক্ষকরা যে বেতন পান তার ১০০ ভাগ সরকার দিবে। এ মুহূর্তে দেয়া হচ্ছে শতকরা ৯০ ভাগ। তবে লক্ষণীয় যে, বেসরকারী শিক্ষকের বেতনের শতকরা ১০০ ভাগ সরকারী অনুদান হিসাবে পেলেও অন্যান্য ভাতা সরকারী শিক্ষকের মত পান না। বাড়ী ভাড়া থেকে শুরু করে চিকিৎসা ভাতা বা যাতায়াত ভাতাসহ অনেক ভাগ থেকেই বেসরকারী শিক্ষকগণ বঞ্চিত। এমনকি সংকট দেখা দেয় নিয়মিত বেতন পাওয়া নিয়ে।

একটু আগ্রহ নিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মাঝে মাঝে বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন-ভাতা নিয়ে সংবাদপত্রে খবর থাকে। বলা হয় তাদের বেতনের অংশ ব্যাংকে পাঠান হয়েছে। তাদের তুলে নিতে হবে। এবং এ বেতনের অংশ প্রতিমাসে দেয়ার কথা থাকলেও কোনদিনই মাসে মাসে এ বেতন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা পায় না। আগে ভাবা প্রয়োজন যে জাতীয় শিক্ষা কমিশন শিক্ষক নিয়োগ করবেন সে কমিশন কি শিক্ষকদের নিয়মিত বেতনের ব্যবস্থা করতে পারবে। এরপর আছে এমপিওভুক্তির প্রশ্ন। এমপিও হচ্ছে মাসিক পেমেন্ট অর্ডার। কোন শিক্ষক এমপিওভুক্ত হলেই বেতনের সরকারী অংশ পাবে। সুতরাং, কোন শিক্ষক নিয়োগের পূর্বে ভাবতে হবে ঐ শিক্ষককে এমপিও ভুক্ত কে করবে। আমাদের দেশের অন্যান্য বিভাগের মত এ বিভাগটিতেও এ কাজটি করা বেশ খরচ। এবং দেখা গেছে নতুন শিক্ষকদের নিযুক্তিকালে বলা হয়, এমপিওভুক্তির খরচ আপনার। আর এ খরচ না করলে এমপিওভুক্তি হয় না। বছরের পর বছর বকেয়া করেও দেখা যাবে টাকা খরচ না করতে পারলে ঐ শিক্ষকের এমপিওভুক্তি হচ্ছে না। এ সংকট অন্য স্কুলের এমপিওভুক্ত শিক্ষককে নিয়োগ দিলেও দেখা যাবে। অর্থাৎ উচ্চতর বেতনের আশায় স্কুল বদল করে নতুন স্কুলে এলে এমপিওভুক্তি নিয়মিত করায় বেশ টাকা খরচ সরকারী অংশ পেতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়। ছাত্রদের পড়া বাদ দিয়ে নিজের বেতনের জন্য দৌড়-ঝাঁপ করতে প্রাণান্ত। এ প্রাণান্তকর পরিস্থিতির চাকরির জন্য কি মেধাবী শিক্ষক পাওয়া যাবে।

অর্থাৎ পরিস্থিতি হচ্ছে নিম্নরূপ- জাতীয় শিক্ষা কমিশন একজন শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। কিন্তু তার বেতন-ভাতা সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা দিতে পারলেন না। যে শিক্ষক নিযুক্ত হল তিনি জানেন না তার বেতন-ভাতা কোথা থেকে আসবে। নতুন এলে তাকে এমপিওভুক্তির জন্য নিজের খরচে তদ্বির করতে হবে। আবার অন্য স্কুল এমপিওভুক্ত শিক্ষক নিযুক্তি দিলেও তার এমপিও নিয়মিত করতে পকেটের পয়সা ব্যয় করতে হবে। অর্থাৎ প্রথম দিন থেকে বলা হবে যে, শিক্ষক তুমি আদর্শ হও, ছাত্রদের মানুষ কর, আদর্শবান নাগরিক হিসাবে গড়ে তোল, তবে তোমার বেতনের ব্যবস্থা তোমাকেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উৎকোচ দিয়ে করতে হবে। এ ব্যাপারে নিয়োগ কমিটির কোন দায়িত্ব নেই। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হচ্ছে-এজন্যই শিক্ষকদের নিযুক্তির পর বছরের পর বছর নিজের বেতনের জন্য দৌড়-ঝাঁপ করতে হয় এবং ঢাকায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরে এসে ঘুষ দিয়ে কাজ করার প্রাথমিক পাঠ নিতে হয়।

জানি না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ কথা জানেন কিনা। তবে যারা জানেন না তারা ভাবতে পারেন, তা হলে কি কোন স্কুলের শিক্ষকদের বেতন দেবার মত জমা টাকা নেই। অধিকাংশ স্কুলে ছাত্র বেশি হয় না। আমার অভিজ্ঞতা থেকে কলেজ কর্তৃপক্ষ দিতে পারেন না নিয়মিত। তাদের বেতনের টাকা বকেয়া থাকে। এ টাকা কিছুটা পাওয়া যায় বাকিটা পরীক্ষার সময় এবং বোর্ডের পরীক্ষার আগে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন।

তবে সবচে' উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেতনের নিশ্চয়তা না থাকলেও আইন ও বিধির কোন কমতি নেই। শতকরা ৯০ হোক বা ১০০ ভাগ ঐ সরকারী অংশ পেতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। ধরা যাক, একদিন এমপি সাহেব এলেন, টিএনও সাহেব এলেন, এলেন ডিসি সাহেব। তারা এলে আপ্যায়ন করা হয়। এ টাকা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন খাতে বরাদ্দ নেই। আবার আপ্যায়ন না করলে জীবন দুর্বিষহ হতে পারে। এরপর আছে বোর্ড এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নানাবিধি-নিয়ম। নিয়মিত বেতন নেই। ছাত্র বেতন নেই। তার উপরের হুঁশিয়ারি আছে, বোর্ড বা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরীক্ষায় পাস না করলে সব আর্থিক সাহায্য বন্ধ হতে পারে। এ বিধান কিন্তু সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য নেই।

> একটু আগ্রহ নিয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে মাঝে মাঝে বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন-ভাতা নিয়ে সংবাদপত্রে খবর থাকে। বলা হয় তাদের বেতনের অংশ ব্যাংকে পাঠান হয়েছে। তাদের তুলে নিতে হবে। এবং এ বেতনের অংশ প্রতিমাসে দেয়ার কথা থাকলেও কোনদিনই মাসে মাসে এ বেতন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা পায় না। আগে ভাবা প্রয়োজন যে জাতীয় শিক্ষা কমিশন শিক্ষক নিয়োগ করবেন সে কমিশন কি শিক্ষকদের নিয়মিত বেতনের ব্যবস্থা করতে পারবে।

সবচে' সংকট দেখা দেয় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষার কেন্দ্র হলে। এ কেন্দ্রের জন্য বোর্ড বা মন্ত্রণালয়ের কোন বরাদ্দ নেই। এমনকি বোর্ডে উত্তরপত্র পাঠানোর জন্য কোন বরাদ্দ নেই। বরাদ্দ নেই পুলিশ থেকে শুরু করে অন্যান্য অতিথি আপ্যায়নের জন্য। আছে এক নামমাত্র ফি। যে অংকটি প্রথম দিনেই দেখি। তারপর কি করে চলে মাত্র বাক্য-মানুষ গড়ার কারিগরদের দায়িত্ব অনেক। এটাই কিন্তু গ্রাম-গ্রামান্তরের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা।

এদের জন্য জাতীয় শিক্ষা সার্ভিস কমিশন হবে। সবকিছু সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত হবে। শিক্ষক নিয়োগ হবে সরকারী শিক্ষকের মত এবং এমন হলে মেধাবী ছাত্র পাওয়া যাবে শিক্ষক হিসেবে। আগেই বলেছি, এ পরিকল্পনা মহৎ। কিন্তু এর আয়োজন কে করবে। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা শতকরা ১০০ ভাগ সরকার দিলেও সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ আগে ঠিক করতে হবে কোন লক্ষ্যে ব্যবস্থা নেয়া হবে। সরকার কি শিক্ষা জাতীয়করণ করতে চান, না পশ্চিমবঙ্গের মত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রেখে তার মূল দায়িত্ব সরকার নিতে চান। এমন করতে হলে শিক্ষকদের অবসর ভাতার কথা ভাবতে হবে। ভাবতে হবে সরকারী শিক্ষকদের মত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কথা। তখন দেখা যাবে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকেরা মিছিল করবে। বলবে আমরা মেধাবী। তীব্র প্রতিযোগিতার মাধ্যমে চাকরি পেয়েছি। বেসরকারী শিক্ষকেরা আমাদের মত সুযোগ-সুবিধা পাবে কেন? এ সংকট পোহাতে হচ্ছে প্রতিটি সরকারকে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারীকরণের পর। এমনকি বেসরকারী শিক্ষদের জন্য নতুন কিছু করা দেখে সরকারী শিক্ষক মহলে তার প্রতিক্রিয়া কি হবে তা হিসাবে নিতে হয়।

আমি মনে করি, একটি সামগ্রিক চিন্তা-ভাবনা থেকে বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হোক। নানা সীমাবদ্ধতার জন্য এ কাজটি করা মুশকিল। বাস্তব চিত্র হচ্ছে স্কুল কর্তৃপক্ষ বেতন দিতে পারে না-তাই মনে করে স্থানীয় লোক হলে পুষিয়ে নেয়া যাবে। কখনো কখনো এ বিবেচনায় আত্মীয়-স্বজনও নিয়োগ পায়। এছাড়া বেসরকারী স্কুলের কমিটির কর্মকর্তারা স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়ে থাকেন। তাদের একেবারে বাদ দিয়ে স্কুল চালান হলে অন্তত অর্থনীতির প্রশ্নে স্কুলকে স্বনির্ভর হতে হবে। অন্যথায় কোন নিয়োগের ব্যাপারে স্থানীয় প্রভাব এড়ান যাবে না। আশা করি, প্রশ্নগুলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখবেন।